যমুনা রেল সেতু

যমুনা নদীর উপর বিদ্যমান যমুনা সেতুর সমান্তরালে ৩০০ মিটার উজানে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন সংবলিত ৪.৮ কি: মি: দৈর্ঘ্যের একটি রেল সেতুর নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সেতুর মোট পিয়ার সংখ্যা ৫০টি এবং স্প্যান সংখ্যা ৪৯টি। "যমুনা রেলওয়ে সেতু" প্রকল্পটি গত ০৬.১২.২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০৩.০৩.২০২০ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১৬,৭৮০.৯৫৬৩ কোটি টাকা [জিওবি ৪,৬৩১.৭৫৮৪ কোটি টাকা (২৭.৬০%) এবং জাইকার প্রকল্প সাহায্য ১২,১৪৯.১৯৭৯ কোটি টাকা (৭২.৪০%)]। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, বর্ণিত সেতু দিয়ে ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে। ফলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলের অবদান বৃদ্ধি পাবে।
- ব্রডগেজ ট্রেন প্রতি ঘন্টায় ১২০ কি: মি: ও মিটারগেজ ট্রেন প্রতি ঘন্টায় ১০০ কি: মি: গতিতে চলাচল করতে পারবে।
- ট্রেনের রানিং টাইম হ্রাস পাবে, ফলে পরিচালন ব্যয় কমবে এবং রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে।
- বর্তমানের ৩৮ টি ট্রেনের স্থলে ৮৮টি ট্রেন চলাচল করতে পারবে।
- ব্রডগেজ কন্টেইনার ট্রেন ও অন্যান্য মালবাহী ট্রেন পরিচালনা শুরু করা যাবে। এর ফলে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে।
- ট্র্যাক, সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। ফলে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন ট্রেন যাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।

- সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের (জিটিসিএল কর্তৃক) ফলে জনসাধারণকে অধিকতর গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা দেয়া যাবে।

৩। প্রকল্পের মূল কার্যাবলীঃ

- বিদ্যমান যমুনা সেতুর সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকসহ ৪.৮০ কি: মি: দীর্ঘ রেল সেতু নির্মাণ।
- সেতুর উভয় প্রান্তে ০.০৫ কি: মি: ভায়াডাক্ট, ৭.৬৬৭ কি: মি: রেলওয়ে এপ্রোচ এমব্যাংকমেন্ট এবং লুপ ও সাইডিংসহ মোট ৩০.৭৩ কি: মি: রেল লাইন নির্মাণ।
- সেতুর পূর্ব প্রান্তের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এবং পশ্চিম প্রান্তের সয়দাবাদ স্টেশন ভবন আধুনিকীকরণসহ ইয়ার্ড রিমডেলিং।
- সেতুর পূর্ব প্রান্তের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এবং পশ্চিম প্রান্তের সয়দাবাদ স্টেশনের সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মডিফিকেশন।
- রেল সেতু মিউজিয়াম ও ইন্সপেকশন বাংলো নির্মাণ।
- সেতু রক্ষণাবেক্ষণে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- নদী শাসন কাজ মেরামত/পুন:নির্মাণ।

৪। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) মালিকানাধীন মোট ৪৩১.০৯০৬ একর ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬৮.৪৭০৩ একর স্থায়ীভাবে এবং ২৬২.৫২০৩ একর অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। অস্থায়ী ভূমির লীজ ফি বাবদ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। সার্ভে সম্পাদন করে চূড়ান্তভাবে স্থায়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৮৬.৯২৮ একর জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫। প্যাকেজ ভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন:

(১) প্যাকেজ SD1: Consulting Services for detailed design, Bid Assistance and Construction Supervision of JRBP.

এ প্যাকেজের আওতায় সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, দরপত্র সহায়তা এবং নির্মাণ কাজ সুপারভিশন পরামর্শক কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। গত ০২.০৩.২০১৭ তারিখে পরামর্শক সেবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ০২.০৮.২০১৭ তারিখ হতে কাজ শুরু হয়েছে। চুক্তি মূল্য মোট ৭৯৪.৬৭৪৮ কোটি টাকা (পিএ-৫৮৮.৬৪৮০ কোটি টাকা ও জিওবি-২০৬.০২৬৮ কোটি টাকা)। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৯০.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি মোট ৭০৬.৫৩১১ কোটি টাকা (পিএ-৫২৩.২৭১১ কোটি টাকা ও জিওবি- ১৮৩.২৬০০ কোটি টাকা) (৮৮.৯১%)।

(২) প্যাকেজ WD1: Jamuna Rail Bridge Project: Eastern Part of Civil Works.

এ প্যাকেজের আওতায় সেতুর পূর্বভাগের পিয়ার নং-২৪ হতে পিয়ার নং-৫০ পর্যন্ত অংশের মূল সেতু; পূর্ব দিকের এপ্রোচ ভায়াডাক্ট ও এপ্রোচ এমব্যাংমেন্ট; সেতুর পিয়ার নং-২৪ হতে ৫০ পর্যন্ত অংশের সুপার স্ট্র্যাকচারসহ এপ্রোচ ট্র্যাক ও ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ইয়ার্ডের ট্র্যাক এবং ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ভবন, প্লাটফরম, প্লাটফরম শেড, কালভার্ট, নদীশাসন কাজের মেরামত/পুন:নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্ট্র্যাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। জাপানী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান OTJ JV এর সাথে গত ০৫.০৪.২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১০.০৮.২০২০ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মেয়াদ ৪৮ মাস। চুক্তি মূল্য মোট ৬৮০১.৭৪৬৬ কোটি টাকা (পিএ-৫৯১৪.৫৬২৩ কোটি টাকা ও জিওবি-৮৮৭.১৮৪৩ কোটি টাকা)। জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি মোট ৬৪২১.৬৬০৫ কোটি টাকা (পিএ-৫৫৮৪৩২.৯৪ কোটি টাকা ও জিওবি- ৮৩৭.৩৩১১ কোটি টাকা) (৯৪.৪০%)।

(৩) প্যাকেজ WD2: Jamuna Rail Bridge Project: Western Part of Civil Works.

এ প্যাকেজের আওতায় সেতুর পশ্চিমভাগের পিয়ার নং-১ হতে পিয়ার নং-২৩ পর্যন্ত (পিয়ার নং-২৩ ও ২৪ এর সুপার স্ট্রাকচারসহ) অংশের মূল সেতু; পশ্চিম দিকের এপ্রোচ ভায়াডাক্ট ও এপ্রোচ এমব্যাংমেন্ট; সেতুর পিয়ার নং-১ হতে ২৩ পর্যন্ত অংশের সুপার স্ট্রাকচারসহ এপ্রোচ ট্র্যাক ও সয়দাবাদ স্টেশন ইয়ার্ডের ট্র্যাক এবং সয়দাবাদ স্টেশন ভবন, প্লাটফরম, প্লাটফরম শেড, কালভার্ট, নদীশাসন কাজের মেরামত/পুন:নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্ট্রাকচার নির্মাণাধীন আছে। জাপানী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান IHI-SMCC JV এর সাথে গত ০৫.০৪.২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১০.০৮.২০২০ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মেয়াদ ৫২.৫০ মাস। চুক্তি মূল্য মোট ৬১৪৮.৩২১৭ কোটি টাকা (পিএ-৫৩৪৬.৩৬৬৭ কোটি টাকা ও জিওবি-৮০১.৯৫৫০ কোটি টাকা)। জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি মোট ৫৬৭৪.৯৫৫৯ কোটি টাকা (পিএ-৪৯৩১.৪১৩৪ কোটি টাকা ও জিওবি- ৭৪৩.৫৪২৫ কোটি টাকা) (৯২.৩০%)।

(৪) প্যাকেজ WD3: Jamuna Rail Bridge Project: Signaling & Telecommunication Works:

এ প্যাকেজের এর আওতায় ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন ও সয়দাবাদ স্টেশনের কম্পিউটার বেজ ইন্টারলকিং (সিবিআই) সিগনালিং ব্যবস্থা এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা স্থাপন কাজ চলমান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Yashima-GSE JV এর সাথে গত ২২.০৫.২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১০.০৮.২০২২ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির মেয়াদ ২৮ মাস। চুক্তি মূল্য মোট ৪৭.৭১২৬ কোটি টাকা (পিএ-৪১.৪৮৯২ কোটি টাকা ও জিওবি-৬.২২৩৪ কোটি টাকা)। জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৯৮.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২২.৫৪৫৬ কোটি টাকা (পিএ-১৯.৬১৫৫ কোটি টাকা ও জিওবি- ২.৯৩০১ কোটি টাকা) (৪৭.৩০%)।

(৫) প্যাকেজ WD5: Jamuna Rail Bridge Project: Constriction of Inspection Bungalow & Related Works:

WD5 প্যাকেজের এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছিল রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে যাদুঘর ও ক্যাফেটেরিয়া বাদ দেওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৯৯.৩২% এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ১৪০৯৮.২৬৮৭ কোটি টাকা (৮৪.০১%)।